দৈনিক ইনকিলাব ০৮৪
তারিখ 23 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

মিরপুর

।। সৈয়দ জহুরুল হক ।।

জেলা সদর কুষ্টিয়া থেকে ৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মিরপুর উপজেলা। বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে তদানীন্তন কুষ্টিয়া সদর মহকুমার থানা মিরপুরকে উপজেলা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বৃটিশ শাসনামলে মিরপুরকে থানা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মিরপুর উপজেলার আয়তন ১২৫ বর্গ মাইল। সর্বমোট ১১৬টি গ্রাম ও মৌজা ১২৬টি। লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। উপজেলার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। গ্রামের শতকরা ৭০ ভাগ লোকের জীবনযাত্রার মান দরিদ্র সীমার নীচে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

উপজেলা হিসেবে উন্নীত হওয়ার পর যোগাযোগের ক্ষেত্রে তেমন কোন উন্নতি হয়নি। প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে স্থানীয় প্রশাসন কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও তা বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারেনি। যোগাযোগের অসুবিধের জন্যে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের অধীনে উৎপাদিত ধান বাজারজাতকরণের পথে বাধার সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ দরিদ্র কৃষকরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উপজেলার দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে উপজেলা সদরের যোগাযোগ রক্ষার জন্যে দীর্ঘ ১৮ মাইল মিরপুর-কালাদামপুর সড়কটির কাজ আজও সমাপ্ত হয়নি। মাত্র ৪ মাইল দূরত্বের মিরপুর-বহনবাড়ীয়া রাস্তাটিও মেরামতের অভাবে উপজেলাগামী দীর্ঘ ১৬ মাইল পথ ঘুরে যাওয়া-আসা করতে হয়। উপজেলার পাকা সড়কের পরিমাণ ৫৫ মাইল, কাঁচা সড়ক ৫৯৬ মাইল, রেলপথ ২৪ মাইল। উপজেলায় রেল স্টেশনের সংখ্যা ৪টি (মিরপুর, গোলবাথান, পোড়াদহ জংসন ও খাগনা)। বর্ষার সময় কাঁচা পথে যাতায়াত করা এক দুরূহ ব্যাপার। এ পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ নিজস্ব তহবিল থেকে মাত্র ১৪টি কালভার্ট নির্মাণ করেছে। যা নাকি প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল।

কৃষি সমস্যা

উপজেলার ৯০ ভাগ লোকই কৃষক। উপজেলার উল্লেখযোগ্য কৃষিপণ্যের মধ্যে রয়েছে ধান, পাট, তামাক, আখ। এ অঞ্চল গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের অধীনে থাকা সত্ত্বেও সাধারণ শ্রেণীর কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে সেচ সুবিধে থেকে। এ উপজেলায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৬৫ হাজার একর। এ উপজেলায় অগভীর নলকূপের সংখ্যা ১শ'টি। পাওয়ার পাম্প ৩০টি। এর মধ্যে কয়েকটি অগভীর ও কয়েকটি পাওয়ার পাম্প বিকল অবস্থায় পড়ে আছে।

শিক্ষা সমস্যা

শিক্ষা ক্ষেত্রে মিরপুর অন্যান্য উপজেলার চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। সরকারীভাবে এ উপজেলায় শিক্ষার হার ১৫%। এ উপজেলায় ২টি বেসরকারী মহাবিদ্যালয়, ১২টি হাইস্কুল, ৩টি জুনিয়র হাইস্কুল, ৬৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪টি মাদ্রাসা, ৪শ' শিক্ষার্থী বিশিষ্ট ৪টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, ১টি মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজও বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে আছে। উপজেলার প্রায় ১৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্যে মাত্র ২৩৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োজিত আছেন। পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত আমলা কলেজকে আজও ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করা হয়নি। পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর আমলায় ১টি কৃষি কলেজ স্থাপনের কথা শুনা গেলেও বর্তমানে এ সম্পর্কে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনা যাচ্ছে না। অথচ এখানে একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের দাবী এ অঞ্চলের জনগণের বহুদিনের।

চিকিৎসা সমস্যা

প্রায় ৩ লাখ লোকের চিকিৎসার জন্যে একটি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স আছে।

এ ছাড়া আছে কয়েকটি ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার। তবে, উপজেলায় হেলথ কমপ্লেক্স ছাড়া অন্য কোথাও ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এখানকার অধিকাংশ ডাক্তারা জেলা শহরে বাসা ভাড়া করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে জরুরী চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।